একগুচ্ছ নতুন ফসল

পুষ্পিত ইমেজ

অমিয় চক্রবর্তী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

পরিচয়

অভিযোগের মধ্যে একটি প্রায় শুনেছি : 'প্রেমের কবিতা' আমার রচনায় বিরল। হয়তো ঠিক অর্থ বুঝি নি, কেননা প্রেম পূজা প্রকৃতি ইত্যাদি বর্গনা গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বসালেও বিশেষ কোনো ভিন্নতা ধরতে পারি নি। এমনকি যাকে কায়িক, দৈহিক আখ্যা দেওয়া হয় – কবিতার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একান্ত হৃদয়ের কলামূর্তি, ইমেজ, মানসীর প্রভেদ আমার কাছে শিল্পিত অর্থে স্পষ্ট নয়। যাই হোক, লৌকিক পদাবলি, প্যাস্টোরাল পুরোনো এলিজাবেথান্ লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা গেঁথেছি – সঙ্গে রইল। একটি স্বল্প আখ্যায়িকা এবং একটি বিশেষ লিরিক অবলম্বন করে নাম রাখলাম 'পুষ্পিত ইমেজ'। বসন্তের সদ্য স্নো-গলা মুগ্ধ মাটি, নতুন সূর্যরশ্মি পশ্চিম হৃদয়রাজ্যে ফিরে এলো, শীঘ্রই দেখা দেবে অগণ্য পুষ্পাঙ্কিত মে মাসের অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য। তারই আবাহন জানাই।

অমিয় চক্রবর্তী

নির্ণয়

১

হয়েছে ত্রিকোণ ;
মধ্যস্থলে শান্তদৃষ্টি কবিযোগী ;
দুই দিকে
অরণ্যস্পন্দিত সন্ধ্যা, পুষ্পের পুণ্যাহ —
একটি মুহূর্ত সরবরাহ।
ওহায়ো মার্কিনি নদী চলেছে উদ্যোগী
শিলাশান্ত তীরে ম্লান রোদের সম্প্রীতি,
বালি মৃদু ঝিক্‌ঝিকে —
রূপধারা মধ্যকায়া ছায়া ভিন্নহীন
চিত্রস্মৃতি ॥

২

ত্রিযামাজাগর রাতে নক্ষত্রকম্পন
তারি মধ্যে অরুন্ধতী নেত্রে নিয়ে গণনায় চেনা
নতুন জ্যোতিষ্কবিন্দু ;
শূন্যে, ঊর্ধ্বে
স্তরে-স্তরে তারার কোরকে
অগণ্য আলোর সিন্ধু —
একটি গ্রহ স্ফুট হয় দৃষ্টিলোকে
দুরূহ সহজ পার্শ্ববর্তী ;
একের লগন ॥

৩

একটি আনন ধ্যান বক্ষে নিয়ে বসি
দূরান্তের ঘনশ্যাম ইলিনয় গ্রামে ;
গীতমর্মরিত গ্রীষ্ম খুলে দেয় দক্ষিণ দরজা—
শতলিপি নিরক্ষর পত্রপর্ণালের তোলে ধ্বজা,
গুঞ্জরিত প্লেন ওঠে নামে ;
বিরাট গোধূলিরেখা ছায়া ধরে মহানগরীর ;
অবিচল আন্তর আসন।
একদিকে জ্যোতিঃপুষ্প অমর্ত শাখায়,
অন্যপাশে তীব্র ইচ্ছা ক্রান্তির পাখায়—
মধ্যাগ্নিসাধন
সমস্ত জীবনযাগ চিত্তভস্মে হবে অঙ্গীকার,
—দেখা দাও শেষবার ॥

শিকাগো ১৯৬৬

পশ্চিম শহরে

পিৎসা-র দোকানে ওরা তিনজন বাহিরে দাঁড়ায়
কাচের ওপাশে তুই ইতালি-রাঁধুনি
(শাদা রোব্) (অতি আধুনিক)
মস্ত চাকৃতি ময়দার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে
ফিন্‌ফিনে করছে নরম,
উনোন — আগুনে সেঁকে যথেষ্ট গরম
যেই হয় ঠিক
মাংস বা চীজ্ পুর, টোমাটো পুরিয়ে
দর্শক-দর্শকী ভিড় ক্রমেই বাড়ায় —
পুরোনো বস্টন, লাল ইটের বাঁধুনি।

গ্রেগরি, সাল্‌ভাডোরি, সঙ্গে বন্ধু (তার নাম, জন্)
শেষে বলে, চলো ভাই, পিৎসা ঐ সেরা,
লাল-ছকা প্লাস্টিকের টেব্‌ল্-ক্লথের
উপরে কাচের গ্লাসে নয়নরঞ্জন
প্লাস্টিকের তীব্র ফুল, ওরা নিল ডেরা
শক্ত চেয়ারে, শুধু তৃতীয়টি কন
অর্ডার দেবার বেলা, 'কফি হলে ঢের —

'চাই না আজকে কিছু, তোমরা ব'সে খাও, আমি দেখি'·
দুই বন্ধু ভনে তার পিঠ চাপড়িয়ে
'সাবাস্ ধার্মিক জন্, কৃচ্ছ্র নব্য এ কী —

বড়ো বেশি বৌদ্ধ জৈন্ ক্রিশ্চীয় মিস্টিক
উন্মার্গ চর্চার ফলে এসেছ গড়িয়ে,—
খাবে না ?'—বন্ধুটি শুধু সস্নিগ্ধ নির্ভীক

বলে ধীরে, 'উচ্চ কথা তোমরা জানো আমার সাজে না
বহু বাক্য, কত ভাষ্য লিখেছি পড়েছি
জপেছি, এখন আর সে-সুর বাজে না,
মিথ্যে বলি, সুখী হব শুধু তার সুখে—
তবু তারি মূর্তি মনে এখন গড়েছি
নিজেরই স্বার্থের ইচ্ছা বৃথা খুঁজি বুকে—

'হাসবে না জানি তোমরা প্রগল্‌ভ প্রলাপ ক্ষমা করো,
হারিয়েছি, ভিন্ন পথে চ'লে গেল বাঁকে—
খাওয়া থাকা বসা এই মস্ত শহর
শূন্য হয়ে চেয়ে আছে শীতের প্রহর ;
দোকানে সাজানো সেণ্ট, লাইলাক্ স্টল,
চুলের রিবন্ কেনা, সবই প'ড়ে থাকে
যা-কিছু একান্ত সত্য তাই ঝরো-ঝরো,
স্পর্ধা নেই শুধু খুঁজি স্মৃতির সম্বল।'

অবাক গ্রেগরি বলে, 'সারা বিশ্বে একটির খোঁজে
ট্রলি বাস্ উঁচু-নিচু পাহাড়তলির
নদী সাঁকো হোটেলের শহর গলির
সবই উবে গেল ? যদি ভাগ্য চোখ বোজে—

সোনা কিম্বা কালো চুল, সেই মিষ্টি গলা
নাই পাও—তুমি নিঃস্ব, পৃথিবী বিফলা ?
এ কোন্ প্রেমের ধর্মে পৌরুষের চলা ?'

সালভাডোরি অন্য সুরে যেন কোন্ ঘুম থেকে জাগা
বলে, 'বন্ধু, বুঝি সবই তবু আলো-লাগা
জগৎ সংসার রয় জগৎ সংসার
প্রাণের হিসাব কই, দুঃখের সংহার
তারি কাছে পৌঁছে দেয়া যাকে ভালোবাসা
স্মৃতি নয়, গতিপথে সর্বোচ্চের আশা—
একান্ত যা চেয়েছি তা চরমে উৎসুক,
বুকের আগুনে স্নিগ্ধ দেখা তারি মুখ।'

পিৎসা-র ওয়েট্রেস্ এসে দুই থালা ধরে পিৎসা-ভরা—
'মিস্টার, সিন্নোরে, এক টুকরো দিই এনে ?'
হ্যাপকিন্ এগিয়ে জন্‌কে বলে হাসি হেনে,
'শুধু কফি তা কি হয় ?'—যদিও তৎপরা,
কী ছিল কল্যাণী তার মাতৃত্বের চোখে—
মাথা নেড়ে রাজি জন্। নিস্তব্ধ আলোকে

যেন স্বগতোক্তি তার—'এ-দোকানে স্বপ্নের আননে
একদিন দুইজনে এসেছি, জানো না
যে-গেছে, সবই গেছে; শেষ-প্রাণে শোনা
শুধু যেন মন্ত্রে জাগে—পার্কের কোণে

চাঁদের নীলাঙ্গ আর প্রীত সন্ধ্যারাতে
বসেছি খানিক, পরে চলি হাতে-হাতে ;
এলেম এখানে—বেশি বলবার নেই,
ভালোবাসত এ-রেস্তরাঁ, শেষ দেখা সেই।

'কিছুই বদলায় নি জানি দুজনার, তবু—থাক কথা,
চ'লে গেছে আর যোগ হয় নি, হবে না ;
হয়ে ফল নেই। শোনো, গ্রেগরি যে-চেনা
অনিন্দ্য প্রেমের শক্তি, পুষ্পনির্মলতা
ভ'রে তোলে সর্বলে। চ, গৌরবের দেনা
কোনো শেষ নেই তার, অন্তহীন প্রাণ :
শোকে তবে কেন আনে মৃত্যুর আহ্বান।

'অকৃতজ্ঞ ? স্বর্গে মর্তে জীবনে চেয়েছি, সাল্‌ভাডোরি
সৃষ্টি-অর্ঘ দিতে তাকে, আলোর প্রহরী
দান্তে নই ; নই ধ্যানী আবেলার্ড, যাকে
দুঃখের উত্তীর্ণ তীর্থে আত্মযজ্ঞধূমে
পূজা দিল, পেল পূজা, প্রার্থনাকুসুমে
এলোয়িস্‌ ; তবু মর্ম জ্বেলে উত্তমাকে
কী সঁপেছি হয়তো আজো সে-ই মনে রাখে।

'সামান্য বইয়ের ব্যাবসা, আপিসের দোভাষী কেরানি
কাটবে বাকি দিন ···' দুই বন্ধু দরজায়
দেখে কারা হাসিমুখ যুগল দাঁড়ায়
পিৎসা-র দোকানে ঢুকে, আবার কী জানি

কী ভেবে বাইরে গেল, নিমেষ-ঝলকে
মেয়েটি ফিরিয়ে চোখ জন্‌কে পলকে
কত যে স্নিগ্ধতা দিল, নতুন সংসারে
যা পেয়েছে তারি সুধা-ভরা স্মৃতিভারে :

হঠাৎ অদৃশ্য তারা, — অবনত শান্ত শূন্যে চেয়ে
ভাবে জন্‌, আত্মসুখ সামান্য জিনিস —
করুণা-নিঃসৃত ধন্য সারা প্রাণ ছেয়ে
যে-আনন্দ পরমা-র, তারি স্পর্শ পেয়ে
স্নাত আমি, মনে-মনে বলে — অহর্নিশ
তৃপ্ত তোমরা শুদ্ধ কোরো সংসারের বিষ,
একই পথে চলি আমরা। — ওয়েট্রেস্‌কে ডেকে
চায় পিৎসা, ‘আরো আছে? প্লেটে যাবে রেখে?’

দুই বন্ধু, একটু থেমে আস্তে বলে, ‘কী ও!
জানতাম পিৎসা-র লোভ অবর্ণনীয়!’

নর্থ হ্যাম্পটন্‌ ১৯৬৭

পুষ্পিত ইমেজ

আমি তাকে চাই
সেই ধরণীতে—
একটুও বদল নয়, ঠিক সেই গ্রীষ্মবেলা
যেন পাই
পুষ্পিত নিভৃতে ;
সেই রঙে-রঙে মেলা
ফুল প্রদর্শনী ভিড়ে হঠাৎ আপন
চে থ বুক শরীরের ধন,
একেবারে ঝাঁপ দেয়া প্রাণ চিরন্তন।
মৃদুমুগ্ধ হাসি তার সজল দু-আঁখি
জীবনে মরণে কাছে রাখি—
ফুলের প্রতিমা সেই ফুলে-ফুলে উঠেছে কুসুমি
আলোয়-আলোয় অঙ্গ চুমি—
চাই তাকে
দুজনার নাম-ধরা ডাকে।
মনোভুলে
ছুঁলো একটি ফুল হেসে কোমল আঙুলে
চেয়ে দেখল ফিরে—
শুধু চাই সেই তাকে ধরণীর তীরে
শেষ নেই যে-সুধার সেই তাকে ঘিরে ॥

নর্থ হ্যাম্পটন ১৯৬৭

জেবুন্নিসা

অতীন্দ্রিয় চোখে
বসোরার
গোলাপ-বাগানে
কী লগ্নে মিলনরশ্মি হঠাৎ বিজুলি ঘাতে
এক হল
তুই প্রাণে—
পরম প্রভাতে
ছলছল
তাই দেখি নি কি ?
তবুও তরঙ্গ বুক
আসঙ্গ নিঃশেষ সুখ
আজ কোথায়—
রূপাগ্নি আলোকে
চরম প্রতীকী
ছিল ব্যথা
ঝরঝর নির্ভরতা
প্রেমাশ্রুর আনন্দ অধ্যায়—
বসোরার নতুন গোলাপ
কাদের শোনাবে সেই কথা ॥

১৯৬৭

ও-পাড়ায়

দূর নয়, ছটো ব্রিজ পাঁচ ব্লক বাড়ি,
কেন্‌মোর্‌ স্কোয়ারের রঙিন তুফান
উপচে-পড়া চূড়া-নীল ব্যাঙ্কে ট্রাফিকে
সেই আজো ; আর একটু যেয়ো
সরু গলি উঁচু-ওঠা পুরোনো বস্টনে।
তার পরে দরজা থেকে ফিরে এসো, গুণে হিম-রাতে
প্রত্যেক পার্কের গাছ, স্লেট-ইট বইয়ের দোকান ;
নিঃশব্দ তুষারশুভ্রতায়
আলো চোখে আর্দ্র কাছে পরিচয় পাবে,
গতির অদৃশ্য যত গাড়ি যাত্রী ভিড়ে ;
দেখো পথিকের মুখ ঐ পথে শেষবার চ'লে ॥

১৯৬৬

উৎসব

কখনো ভেবেছ ? দূর দেশে
ক্ষুদ্র গ্রামে যেতে-আসতে মহনীয় ছায়া
নেমে আসবে দোকানের কাচে, ফুটপাথে
লুটোবে কান্নার মন্ত্র, বিশ্ববিজয়িনী
বাজবে শঙ্খ, পুষ্পবৃষ্টি ঝরবে গলিতে—
অগণ্য যাত্রীর মধ্যে প্রবাসী একজন
শুনবে স্তব্ধ বিশ্বে তার মৃদু কণ্ঠধ্বনি
এই দিনে ॥

১৯৬'

উদ্দেশ

যেখানে পূর্বের দিন স্বর্ণাশ্রু সন্ধ্যায়
ধীরে-ধীরে মিলে যায়, আমার উত্তমা
সেখানে দাঁড়িয়ো ধ্যানসমা, সিন্ধুপারে
যে-তোমার পান্থ গেছে তারি দ্বারে, বুকে
প্রেমাগ্নি সম্মুখে ; শান্ত প'রো সেই বেশ
নীল-হলুদে, স্বপ্নশেষ রাঙা মেঘে-মেঘে
সেই লগ্ন আছে জেগে, অচিন্ত্য মিলন
অন্তিমের পরিণয়ে ভক্ষক গগন ॥

১৯৬৬

যুগের পথ

আনন্তিক গ্রীন বাস্, অনন্ত স্বর্গের মেঘলা বেলা,
অমরাবতীর ভিড় রাস্তার ধুলোয় পথিকের—
ধৌত চোখে দেখি ; শুনি, পুষ্পপত্রে ধ্বনি 'সাধু সাধু'
পার্কের মলিন গাছে। অমর্ত্ত গ্যাসের আলো সারি
আমি-যে প্রেমের যাত্রী, চলেছি কোথায়
ভুলে যাই আর সবি, শুধু জানি বুকের পকেটে
তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ-জীবনে
পেয়েছি সে ডাক-চিঠি, যেতে হবে শুধু
অনির্ণীত যুগ্ম পথে, হোক দুঃখে, হোক সুখে জাগা।

১৯৬'

দ্বৈত

প্রিয় পাথর,
তুমি শক্ত, স্থিত
অপেক্ষাকৃত
অক্ষর।
আমি জল
তোমায় ঘিরে বার-বার উচ্ছল
তরল,
বুক মানে না যে—
চৈতন্যে শিলা বাজে,
প্রতি তোমার পদপাত,
তুমিও কি পাও আঘাত?

প্রিয় জল,
শুকনো অবর্ণ আমি
সমস্ত ক্ষুধায় তোমার স্বামী
চাই তোমার রঙ, বোধন, আসক্তি
মাধবী তুমি, মধুর নিঃসৃত শক্তি
লহরী, স্নাত, পরিমল।
হে জল
কেবলি বিচ্ছেদ, অচির মিলন
অঙ্গে-অঙ্গে পরিশীলন—
কবে
রৌদ্রে সমুদ্রে দুজনার সত্তা এক হবে?

১৯৬৭

স্রোতস্বিনী

গতিময় ফুলবৃন্ত, চলন্ত বকুল
এনেছিলে স্তব্ধতার ভুল—
সুরভি কোরক ওগো, অনিন্দ্য প্রেমের পুষ্পভার
—কোথাও চিহ্নই নেই আর ॥

১৯৬৭

সংগতি

বসন্তসৌরভ

বৈরাগ্য পবনে মিশেছিল,

দুটি ফুল সে-লগনে

দেখা দিল ;

প্রাণের গৌরব

এদিনের জীবনে-মরণে

আন্দোলনে

সেই তো দুর্জন বহি ক্ষণে-ক্ষণে ॥

১৯৬৭

উদ্দেশে

আস্তে সূর্যাবর্তে সরে
দিনের অক্ষরে
প্রাণ —
রাঙা ভোর সন্ধ্যাগ্নিতে ধ্রুব অবসান ;
দিয়েছিলে এই দিনে অফুরন্ত দান ॥

১৯৬৭